

মনের আবেগ এবং ভাষার সঙ্গতি ও অসঙ্গতি

অনেক কথা যাও যে বলে
কোনো কথা না বলি।
তোমার ভাষা বোঝার আশা
দিয়েছি জলাঞ্জলি।

যুগে যুগে কবি-সাহিত্যিকেরা নানাভাবে মানব মনের আবেগ তাদের কবিতা, গল্প ও সাহিত্যে ছন্দের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আর এই মনের আবেগ তুলে ধরার অন্যতম মাধ্যম হলো 'ভাষা' (Language)। ওপরে উদ্ধৃত রবি ঠাকুরের চয়নগুলো আমাদের ঠিক তেমনই একটি ধারণা দিয়েছে। তাহলে জানা যাক কথা, ভাষা, যোগাযোগ কী? একে অপরের সাথে সম্পৃক্ততা কী? মানব জীবন এর গুরুত্ব কতটুকু?

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত। কারণ, একমাত্র মানুষই পারে তার নেতিবাচক আবেগগুলোকে সংযত রেখে ইতিবাচক আবেগ ভাষার মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহে প্রতিবেশ বা পরিবেশ অনুযায়ী বহিঃপ্রকাশ করতে সামাজিকতা রক্ষার জন্য। আর যখনই সামাজিকতা রক্ষা করতে হয়, তখন যেকোনো মানুষকেই আরেকজন মানুষের সাথে যোগাযোগ (Communication) স্থাপন করতে হয়। হতে পারে এই যোগাযোগ একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের, একটি গোষ্ঠীর সাথে আরেকটি গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের কিংবা কখনো সারা বিশ্বের সাথে। যোগাযোগ সামাজিকতার একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া, যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী দুই অংশের মধ্যে প্রতিনিয়তই প্রতিবেশ বা পরিবেশ অনুযায়ী মনের আবেগ আদান-প্রদান হয়ে থাকে, যার প্রধান মাধ্যমই হচ্ছে ভাষা। ভাষার নানামাত্রিক রূপ পরিলক্ষিত হয়, যেমন- বাচনিক বা কথা (Verbal) এবং অবাচনিক (Nonverbal) রূপ, এ দু'টি রূপকে

আমরা প্রতিবেশ বা পরিবেশ অনুযায়ী প্রয়োগ করে থাকি। তবে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফলে ভাষাবিদেরা মনে করেন যোগাযোগকর্মে বাচনিকতার চেয়ে অবাচনিক রূপের প্রয়োগই বেশি হয়ে থাকে। সুতরাং যখন কোনো মানুষ সামাজিকতা সম্পন্ন করতে গিয়ে মনের আবেগ প্রকাশে বাচনিকতা বা কথা এবং অবাচনিকতার প্রয়োগ প্রতিবেশ বা পরিবেশ অনুযায়ী করতে না পারে তখনই তৈরি হয় যোগাযোগ বৈকল্য (Communication Disorders)।

যেমন- যোগাযোগ বৈকল্যের ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটি উদাহরণ দেয়া যায়।

আমার এক রোগী এসে বলল- আমার স্বামী দীর্ঘ দিন ধরে আমাকে এড়িয়ে চলছে এবং আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে, সে অন্য মেয়ের প্রতি আসক্ত কি না? আমি আমার রোগীকে জিজ্ঞেস করলাম- আপনার স্বামী আপনার সাথে কী রকম খারাপ ব্যবহার করছে? তখন তিনি বললেন- আমি যখন আমার স্বামীর সাথে কথা বলতে চাই, বেশির ভাগ সময়ই সে ঞ্চ কুঁচকে থাকে, আমার দিকে তাকায় না, আমার হাত তার গায়ে বা কাঁধে রাখলে সরিয়ে দিচ্ছে। দীর্ঘ দিন ধরে এ অবস্থা চলছে। পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে, আসলে দু'জনেই দু'জনকে ভালোবাসেন। তৃতীয় পক্ষের কোনো প্রভাব নেই। শুধুই মনের আবেগ প্রকাশে ভাষাগত অসঙ্গতি। স্বামী চাচ্ছেন স্ত্রীর সঙ্গ, কিন্তু স্ত্রীর সাথে আবেশন মুহূর্তে তার অবাচনিক ভাষার বহিঃপ্রকাশ (যেমন- চোখে চোখে না তাকানো, ঞ্চ কুঁচকানো, গা থেকে হাত সরিয়ে দেয়া) ছিল নেতিবাচক। শুধু তাই নয়, যখন তিনি তার স্ত্রীর সাথে বাচনিক উপায়ে যোগাযোগ করে তখন সুর এবং স্বরের ব্যবহার

(যেমন- রেগে রেগে উত্তর দেয়া) ছিল নেতিবাচক।

ফলে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনের মধ্যেই যোগাযোগ ব্যাহত হয়ে তৈরি হয়েছে স্বামীর সম্পর্কে স্ত্রীর নেতিবাচক ধারণা। সুতরাং যোগাযোগ স্থাপনে ভাষার প্রয়োগ এবং ব্যবহার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। হতে হবে প্রতিবেশ এবং পরিবেশ অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ, পরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও অর্থবহ। আর যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয় পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তৈরি হতে পারে যোগাযোগ বৈকল্য, যা আমাদের কারোই কাম্য নয়।

সুতরাং একজন চিকিৎসা ভাষাবিদ (Linguist Specialist) এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমি মনে করি, প্রতিদিন আমাদের কথোপকথনে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে ভাষা ব্যবহার এবং প্রয়োগে আমাদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরি।



ডাঃ ফাহমিদা ফেরদৌস
এমবিবিএস, এমসিপিএস, এমফিল, এমপিএইচ
সহকারী অধ্যাপক
(শিশু ভাষাবিদ এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ)
জেড এইচ সিকদার ওমেস মেডিক্যাল
কলেজ ও হাসপাতাল